আর্থিক বিশ্লেষণ
(Financial Analysis)

ইউনিট ৪

ভূমিকা

পূর্ববর্তী পাঠে বলা হয়েছে ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন। তাই যে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট হিসাবকালে সাধারণত এক বছর মুনাফা ক্ষতির পরিমাণ জানার জন্য আয় বিবরণী তৈরি করা হয়। আর্থিক অবস্থা জানার জন্য হিসাবকালের শেষ দিনে ব্যবসায়ের সকল সম্পদ, দায় ও মূলধন নিয়ে আর্থিক অবস্থার বিবরণী বা উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করা হয়। প্রতিষ্ঠানে লেনদেনের মাধ্যমে তৈরি হয় উপাত্ত। এগুলো আবার হিসাব বিজ্ঞানের প্রক্রিয় তথ্যে পরিণত হয়। প্রতিষ্ঠানের আর্থিকতথ্যসমূহকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ও বিষয়ের ভিত্তিতে বিচার- বিশ্লেষণ করে তথ্য ব্যবহারকারীদের নিকট উপস্থাপন করা হয়। নানা কৌশল অনুসরণ করে আর্থিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যক্রমের সাফল্য বা ব্যর্থতা সম্পর্কে যথাযথ ধারণা অর্জন করা এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ করা যায়। আমরা এই ইউনিটে আর্থিক বিশ্লেষণের দু'টি পদ্ধতি নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ ও ব্রেক ইভেন বিশ্লেষণ সম্পর্কে জানতে পারব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় **১** সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৪.১ ঃ নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ

পাঠ-৪.২ ঃ ব্রেক–ইভেন বিশ্লেষণ

মূখ্য শব্দ	আর্থিক বিশ্লেষণ, নগদ প্রবাহ ও ব্রেক–ইভেন।

পাঠ-৪.১ নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ (Cash Flow Analysis)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নগদ প্রবাহ ও এর প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নগদ প্রবাহ নির্ণয় করতে পারবেন; এবং
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পদ্ধতিতে নগদ প্রবাহ তৈরি করতে পারবে।

নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ (Cash Flow Analysis)

প্রতিটি কোম্পানি তাদের আর্থিক লেনদেনের চিত্র আথিক বিবরণী তৈরির মাধ্যমে বার্ষিক প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করে। তালিকাভুক্ত কোম্পানির আর্থিক বিবরণী পত্র পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। এই বার্ষিক প্রতিবেদনসমূহ মালিক, ঋণদাতা, এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়। হিসাববিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক ও জাতীয় নীতিমালা অনুসরণ করে এসব আর্থিক বিবরণী তৈরি করা হয়। বাংলাদেশে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী প্রতিটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হয় এবং তা শেয়ারহোল্ডারদের নিকট পাঠাতে হয়। প্রতিটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে যে চারটি প্রধান আর্থিক বিবরণী তৈরি করতে হয় তা হলো:

১. আর্থিক অবস্থার বিবরণী বা উদ্বৃত্ত পত্র
২. আয় বিবরণী
৩. সংরক্ষিত আয় বিবরণী
৪. নগদ প্রবাহ বিবরণী
৫. আর্থিক বিবরণীর তথ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

তাই শুধু আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করলেই চলবে না, প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আর্থিক বিবরণীর বিশ্লেষণ করাও প্রয়োজন। একজন আর্থিক ব্যবস্থাপক সঠিকভাবে আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ও সেই সাথে কোম্পানির লক্ষ্য অর্জনে আর্থিক বিশ্লেষণ করে থাকে। আর্থিক বিবরণীর বিশ্লেষণ বলতে আর্থিক বিবরণীর আয় বিবরণী, উদ্বৃত্ত পত্র ও নগদ প্রবাহ বিবরণীর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় এবং মূল্যায়নকে বুঝায়। আর এ মূল্যায়নের মাধ্যমে এর ব্যবহারকারী প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় তারল্য অনুপাত বিশ্লেষণ করে ঋণ দাতা ঐ প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিবে কি দিবে না সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। লভ্যাংশ অনুপাত বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেয় যে ঐ কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করবে কি করবে না।
নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা হলো:

১. আর্থিক অবস্থার বিবরণী: এটি মূলতঃ একটি নির্দিষ্ট সময়ের কোম্পানির আর্থিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণী। এটিকে সম্পত্তি ও দায়ের বিবরণীও বলা হয়। সম্পত্তিসমূহের যোগফল এবং দায়সমূহ ও মালিকানা মূলধনের যোগফল সমান হয়। অর্থাৎ

সম্পত্তি = দায়সমূহ + মালিকানা মূলধন
Assets = Liabilites + Owner's Equity

এ বিবরণীকে অনেক সময় কোম্পানির আর্থিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার দলিল ও বলা হয়। নিচে কাল্পনিক তথ্যের সাহায্যে ডিবিএইচ কোম্পানির ২০১৫ ও ২০১৬ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে প্রস্তুত আর্থিক অবস্থার বিবরণী দেখানো হলো:

ক কোম্পানি লি.
আর্থিক অবস্থার বিবরণী (টাকা '০০০)
২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর

সম্পত্তি	২০১৬	২০১৫
চলতি সম্পত্তি		
নগদ	টাকা ৩৬৩	টাকা ২৮৮
বাজারযোগ্য সিকিউরিটিজ	৬৮	৫১
প্রাপ্য বিল	৫০৩	৩৬৫
মজুদ পণ্য	২৮৯	৩০০
মোট চলতি সম্পত্তি	**১২২৩**	**১০০৪**
স্থায়ী সম্পত্তি		
জমি ও দালানকোঠা	টাকা ২০৭২	টাকা ১৯০৩
যন্ত্রপাতি	১৮৬৬	১৬৯৩
আসবাবপত্র	৩৫৮	৩১৬
গাড়ী	২৭৫	৩১৪
অন্যান্য	৯৮	৯৬
মোট স্থায়ী সম্পত্তি	**৪,৬৬৯**	**৪৩২২**
বাদ: পুঞ্জিবুত অবচয়	২২৯৫	২০৫৬
নিট স্থায়ী সম্পত্তি	২৩৭৪	২২৬৬
মোট সম্পত্তি	**৩৫৯৭**	**৩২৭০**
দায়সমুহ ও শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি		
চলদি দায়		
প্রদেয় বিল	টাকা ৩৮২	২৭০
প্রদেয় নোট	৭৯	৯৯
বকেয়া ব্যয়	১৫৯	১১৪
মোট চলতি দায়	৬২০	৪৮৩
দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	১০২৩	৯৬৭
মোট দায়	**১৬৪৩**	**১৪৫০**
অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি		
অগ্রাধিকার শেয়ার- ক্রমযোজিত ৫%, ১০০ টাকা লিখিত মূল্য ২০০০ টাকা শেয়ার অনুমোদিত ও ইসুকৃত	২০০	২০০
সাধারন শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি		
সাধারণ শেয়ার টাকা ২.৫০ লিখিত মুল্য ১,০০,০০০ শেয়ার অনুমোদিত ও ইস্যুকৃত ২০১৬ সালে: ৭৬,২৬২ ও ২০১৫ সালে : ৭৬,২৪৪	১৯১	১৯০
পরিশোধিত মুলধন- সাধারণ স্টকের লিখিত মূল্যের অতিরিক্ত	৪২৮	৪১৮
সংরক্ষিত আয়	**১১৩৫**	**১০১২**
মোট সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি	১৭৫৪	১৭৫৪
মোট শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি	১৯৫৪	১৮২০
মোট দায়মূহ ও শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি	৩৫৯৭	৩২৭০
অগ্রাধিকার শেয়ারের লভ্যাংশ = ৫ টাকা (৫% × ১০০ টাকা লিখিত মূল্য) অথবা বার্ষিক মোট = ১০,০০০ টাকা (৫ টাকা × ২,০০০ টাকা)		

২. আয় বিবরণী: আয় বিবরণীর মাধ্যমে মুনাফা বা ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়। নির্দিষ্ট হিসাবকালের মোট আয় হতে মোট ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে সংশ্লিষ্ট হিসাব কালের নিট লাভ বা নিট ক্ষতি বলে। আয় বিবরণী একটি নির্দিষ্ট সময়ের কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত আর্থিক চিত্র উপস্থাপন করে। হিসাবকাল বলতে সাধারণত ১ বছর অর্থাৎ ১ জানুয়ারী হতে ৩১ শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরকে বুঝায়। তবে অনেক প্রতিষ্ঠানে আর্থিক বছর বলতে ১লা জুলাই হতে পরবর্তী বছরের ৩১ শে জুন পর্যন্ত সময়কে বুঝায়।

নিচে কাল্পনিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে ক কোম্পানি লি.-এর আয় বিবরণী দেখানো হলো:

ক. কোম্পানি লি.

আয় বিবরণী

২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর

বিবরণ	২০১৬
বিক্রয়	টাকা ১০,০০০
বাদ: বিক্রিত পণ্যের ব্যয়	২০০০
মোট মুনাফা	৮,০০০
বাদ: পরিচালন ব্যয়	
বিক্রয় ব্যয়	২০০
সাধারণ ও প্রশাসনিক ব্যয়	২৫০
ইজারা ব্যয়	১৫০
অবচয়	৩০০
মোট পরিচালন ব্যয়	৮০০
পরিচালন মুনাফা	৭,২০০
বাদ: সুদ	২০০
কর পূর্ববর্তী নিট মুনাফা	৭,০০০
বাদ: কর (কর হার ২০%)	১,৪০০
কর পরবর্তী নিট মুনাফা	৫৬০০
বাদ: অগ্রাধিকার শেয়ারের লভ্যাংশ	৬০০
সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বন্টনযোগ্য মুনাফা	৫০০০

৩. সংরক্ষিত আয় বিবরণী: সাধারণত সংরক্ষিত আয় বিবরণীতে গত বছরের আয়ের সাথে চলতি হিসাবকালের নিট আয় যোগ করে তা হতে লভ্যাংশ, প্রস্তাবিত লভ্যাংশ, বিভিন্ন ফান্ড সৃষ্টি বাদ দিয়ে দেখাতে হয়। সংরক্ষিত আয় বিবরণীর ব্যালেন্স উদ্ধৃত্তপত্রে দেখাতে হয়। এ বিবরণীর মাধ্যমে মালিকপক্ষ তাদের মালিকানার বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে।

নিম্নে ক কোম্পানি লি. ২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বরের সংরক্ষিত আয় বিবরণী দেওয়া হলো:

ক কোম্পানি লি.

সংরক্ষিত আয় বিবরণী

২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর

বিবরন	২০১৬	২০১৫
সংরক্ষতি আয় ব্যালেন্স (জানুয়ারী ১, ২০১৬)		টাকা ৫০,০০০
যোগ: কর কর্তনের পড় নিট মুনাফা (২০১৬)		১০,০০০

বাদ: নগদ লভ্যাংশ ২০১৬ সালে পরিশোধ		
অগ্রাধিকার শেয়ারের লভ্যাংশ	টাকা ১০০০	
সাধারণ শেয়ারের লভ্যাংশ	১০০০	
মোট লভ্যাংশ পরিশোধ		২,০০০
সংরক্ষতি আয় ব্যালেন্স (ডিসেম্বর ৩১, ২০১৬)		টাকা ৫৮,০০০

৪. নগদ প্রবাহ বিবরণী: একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিয়ত লেনদেনের কারণে নগদ অর্থ আসে আবার চলে যায়। একে নগদ অর্থের আগমন ও নির্গমন বলে। নগদ অর্থের আগমন এবং নির্গমন সংক্রান্ত তথ্যের বিবরনী হলো নগদ প্রবাহ বিবরণী। একটি নির্দিষ্ট সময়ের নগদ প্রবাহের সংক্ষিপ্ত চিত্রই হলো নগদ প্রবাহ বিবরণী। এই বিবরণী থেকে ব্যবসা পরিচালনা, বিনিয়োগ এবং অর্থ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি হতে নগদ প্রবাহ সম্পর্কে জানা যায়।

নিম্নে ক কোম্পানির নগদ প্রবাহ বিবরনী দেখানো হলো:

ক কোম্পানি লি.
নগদ প্রবাহ বিবরণী
২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর

বিবরণ	২০১৬	২০১৫
পরিচালনা কার্যাবলি হতে নগদ প্রবাহ:		
কর পরবর্তী নিট মুনাফা	২০০০	
যোগ: অবচয়	২০০	
মজুদ পণ্য হ্রাস	১০০	
প্রদেয় বিল বৃদ্ধি	১০০	
বকেয়া ব্যয় বৃদ্ধি	৫০	
বাদ: প্রাপ্য বিল বৃদ্ধি	১০০০	
পরিচালন কার্যাবলি হতে নিট নগদ প্রবাহ		১৪৫০
বিনিয়োগ কার্যাবলি হতে নগদ প্রবাহ:		
মোট স্থায়ী সম্পত্তি বৃদ্ধি	(৩৫০)	
বিনিয়োগ কার্যাবলি হতে নিট নগদ প্রবাহ		(৩৫০)
অর্থায়ন কার্যাবলি হতে নগদ প্রবাহ:		
প্রদেয় নোট হ্রাস	(৫০)	
দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বৃদ্ধি	১০০	
শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটির পরিবর্তন	৩০	
লভ্যাংশ পরিশোধ	(১০০)	
অর্থায়নে কার্যাবলি হতে নিট নগদ প্রবাহ		(২০)
নগদ ও বাজারযোগ্য সিকিউরিটিজ নিট বৃদ্ধি		১০৮০
নগদ ও বাজারযোগ্য সিকিউরিটিজ প্রারম্ভিক উদ্ধৃত্ত		১৪২০
নগদ ও বাজারযোগ্য সিকিউরিটিজ সমাপনি উদ্ধৃত্ত		২৫০০

আর্থিক বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন হয় প্রাসঙ্গিক তথ্য।

আর্থিক বিশ্লেষণ (Financial Analysis)

আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আর্থিক বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন ধরনের আর্থিক বিবরণী যেমন- আয় বিবরণী, আর্থিক বিবরণী, নগদ প্রবাহ বিবরণী, লাভ-ক্ষতি হিসাব ও উদ্ধর্ত্তপত্র ইত্যাদি থেকে এ তথ্য পাওয়া যায়। আর এই তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন খাতের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে কোম্পানির সার্বিক আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। শেয়ারহোল্ডার, বিনিয়োগকারী, পাওনাদার সরকার এবং আর্থিক ব্যবস্থাপক এগুলো ব্যবহার করে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে)।

সুতরাং আর্থিক বিশ্লেষণ হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আর্থিক বিবরণীর বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্কে নির্ণয় করে একটি প্রতিষ্ঠানের সফলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা যায়।

আর্থিক বিশ্লেষণের কৌশল–

নিচে আর্থিক বিশ্লেষণের কৌশলসমূহ বর্ণনা করা হলো:

১. তুলনামূলক আর্থিক বিবরণী: এই প্রক্রিয়ায় একটি কোম্পানির একটি নির্দিষ্ট বছরের সাথে বিগত বছরের আর্থিক বিবরণীর তুলনা করা হয় এবং বিভিন্ন হিসাব খাতের পরিবর্তন চিহ্নিত করা হয়। এরপর ঐ পরিবর্তনের কারণ খুঁজে বের করা হয় ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ ক লিমিটেড এর ২০১৫ সালে স্থায়ী সম্পত্তি ছিল ১৫,০০,০০০ টাকা। ২০১৬ সালে স্থায়ী সম্পত্তির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ২০,০০,০০০ টাকা। এখানে বাৎসরিক পরিবর্তন হলো ৫,০০,০০০ টাকা। এ ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন কোম্পানির উন্নতি নির্দেশ করে।

২. সমআকার আর্থিক বিবরণী: কৌশলের সাহায্যে আর্থিক বিবরণীর প্রতিটি আইটেমকে টাকার অংকে থেকে শতকরায় প্রকাশ করা হয়। একই শিল্পের আওতায় দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তুলনা করতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কারণ একই শিল্পের দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে টাকার অংকে তুলনা করা যায় না। এ পদ্ধতিতে- (ক) আয় বিবরণীর প্রতিটি আইটেমকে বিক্রয়ের শতকরা কত ভাগ তা দেখানো হয় এবং (খ) আর্থিক অবস্থর বিবরণীর প্রতিটি আইটেমকে মোট সম্পত্তির শতকরা কতভাগ তা দেখানো হয়। সেজন্য খুব সহজে উভয় কোম্পানির আয় ও সম্পত্তির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে বিনিয়োগকারী তার বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

৩. অনুপাত বিশ্লেষণ: প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক সাফল্যের মাত্রা নির্ণয় করার কৌশল হচ্ছে অনুপাত বিশ্লেষণ। উদাহরণস্বরূপ ক লিমিটেড এর ২০১৬ সালে চলতি সম্পদ ও চলতি দায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫,০০,০০০ ও ১০,০০,০০০ টাকা। চলতি সম্পদকে চলতি দায় দ্বারা ভাগ করলে চলতি অনুপাত পাওয়া যায়। এখানে চলতি অনুপাতের হলো ০.০৫ (৫,০০,০০০÷১০,০০,০০০)। অর্থাৎ ১ টাকা চলতি দায়ের বিপরীতে চলতি সম্পদ আছে ০.৫ টাকা। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানের তারল্য সমস্যা আছে। কারণ চলতি দায় মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ চলতি সম্পদের অভাব রয়েছে। সুতরাং অনুপাত বিশ্লেষণ মালিক, বিনিয়োগকারী ও ব্যবস্থাপকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বহন করে।

৪. নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ: নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ হলো নগদ প্রবাহ বিবরণী বিভিন্ন খাতের নগদ আন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রাবাহের তুলনা। এর মাধ্যমে একটি কোম্পানির নগদ প্রবাহ সৃষ্টি করার ক্ষমতা, ঋণ পরিশোধ করার সক্ষমতা,মুনাফা অর্জন করার ক্ষমতা এবং ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়।

৫. ব্রেক ইভেন বিশ্লেষণ: এটি হচ্ছে এমন একটি কৌশল যার সাহায্যে বিক্রিত পণ্য সামগ্রীর উৎপাদন ব্যয়, বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ ও উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় থেকে অর্জিত মুনাফার মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক জানা যায়। একটি কোম্পানি ব্রেক ইভেনে থাকলে বুঝতে হবে দীর্ঘমেয়াদে এর মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।

নগদ প্রবাহ (Cash Flow)

নগদ প্রবাহ বলতে সাধারণত নগদ অর্থের গ্রহণ এবং প্রদানকে বুঝায়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে লেনদেনের মাধ্যমে নগদ অর্থের আন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহ ঘটে। যেমন– পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে নগদ আন্তঃপ্রবাহ এবং পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে নগদ

বহিঃপ্রবাহ ঘটে। একটি প্রতিষ্ঠানে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নগদ প্রবাহকে পরিচালন নগদ প্রবাহ বলে। পরিচালন নগদ প্রবাহ ছাড়া একটি প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ মেয়াদে টিকে থাকতে পারে না। এবার আসুন বিভিন্ন ধরনের নগদ প্রবাহ নিয়ে আলোচনা করি।

নগদ প্রবাহের প্রকারভেদ

নিচে তিন ধরনের নগদ প্রবাহ নিয়ে আলোচনা করা হলা:

(ক) পরিচালনা কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ: পরিচালন কার্যক্রম বলতে উৎপাদন ও বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলীকে বুঝায়। এ কার্যক্রম থেকে প্রতিষ্ঠানের আয় সৃষ্টি হয়। নিচের সারণীটি লক্ষ্য করুন।

পরিচালনা কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহের ধরন

আন্তঃপ্রবাহ	বহিঃপ্রবাহ
➢ বিক্রয় হতে প্রাপ্তি ➢ লভ্যাংশ প্রাপ্তি ➢ ঋণের সুদ প্রাপ্তি	➢ পণ্যদ্রব্য এবং কাঁচামাল ক্রয় বাবদ পরিশোধ ➢ কর্মীর বেতন ও মজুরি প্রদান ➢ আয়কর প্রদান ➢ ঋণের সুদ পরিশোধ ➢ অন্যান্য পরিচালন ব্যয় পরিশোধ।

(খ) বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ: দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তির ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত লেনদেনকে বিনিয়োগ কার্যক্রম বলে।

নিচের সারণীটি লক্ষ্য করুন। তাহলে বিনিয়োগ নগদ প্রবাহ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাবেন।

বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ

আন্তঃপ্রবাহ	বহিঃপ্রবাহ
➢ ভূমি, দালানকোঠা ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বিক্রয়	➢ ভূমি, দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি ও ইক্যুইপমেন্ট ক্রয়
➢ শেয়ার, বন্ড বা ডিবেঞ্চার ইত্যাদি বিক্রয়	➢ শেয়ার, বন্ড বা ডিবেঞ্চার ক্রয়
➢ প্রদত্ত ঋণের সুদ ও আসল আদায়	➢ ঋণ ও এর আসল প্রদান

(গ) অর্থায়ন থেকে নগদ প্রবাহ: মূলধন এবং ঋণের পরিমাণ পরিবর্তনের ফলে যে নগদ প্রবাহ ঘটে তাকে অর্থায়ন নগদ প্রবাহ বলে। নিচের সারনিটি লক্ষ্য করুন। তাহলে অর্থায়ন নগদ প্রবাহ সম্পর্কে একটি ধারণা পাবেন।

অর্থায়ন হতে নগদ প্রবাহের ধরন

আন্তঃপ্রবাহ	বহিঃপ্রবাহ
শেয়ার ইস্যু	লভ্যাংশ প্রদান
বন্ড বা ডিবেঞ্চার ইস্যু	বন্ড বা দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ও এবং পরিশোধ

উদাহরণ ১: ক কোম্পানি লিমিটেড এর ২০১৬ সালের লেনদেনগুলো নিচে দেওয়া হলো:

১। কাঁচামাল ক্রয় বাবদ পরিশোধ ২৫,০০০ টাকা।

২। ব্যাংক হতে প্রদেয় নোটের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি ঋণ গ্রহণ ৫,০০,০০০ টাকা।

৩। যন্ত্রপাতি ক্রয় ১৫,০০০ টাকা।

৪। ডেলিভারি ভ্যান ক্রয় ৬০,০০০ টাকা।

৫। কর্মীর বেতন ও মজুরি প্রদান ১০,০০০ টাকা।

৬। নতুন শেয়ার ইস্যু বাবদ নগদ প্রাপ্তি ১৫,০০,০০০ টাকা।

সমাধানঃ

ক কোম্পানি লিমিটেড
নগদ প্রবাহ
২০১৬ সাল

বিবিরণ	পরিমাণ (টাকা)	পরিমাণ (টাকা)
পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহঃ		
১। কাঁচামাল ক্রয় বাবদ পরিশোধ	২৫,০০০	
২। কর্মীর বেতন ও মজুরি প্রদান	১০,০০০	
মোট পরিচালন নগদ প্রবাহ		৩৫,০০০
বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
১। যন্ত্রপাতি ক্রয়	১৫,০০০	
২। ডেলিভারি ভ্যান ক্রয়	৬০,০০০	
মোট বিনিয়োগ নগদ প্রবাহ		৭৫,০০০
অর্থায়ন হতে নগদ প্রবাহ		
১। ব্যাংক হতে প্রদেয় স্বল্পমেয়াদি ঋণ গ্রহণ	৫,০০,০০০	
২। নতুন শেয়ার ইস্যু বাবদ নগদ প্রাপ্তি	১৫,০০,০০০	
মোট অর্থায়ন নগদ প্রবাহ		২০,০০,০০০

নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতকরণ পদ্ধতিঃ

নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতের সময় পরিচালন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ নির্ণয়ের সময় বকেয়া ভিত্তিক হিসাব নগদ ভিত্তিক হিসাবে রূপান্তর করতে হবে। দু'ভাবে এটি করা যায়। যেমন–

১. পরোক্ষ পদ্ধতি।
২. প্রত্যক্ষ পদ্ধতি।

যে পদ্ধতিই অনুসরণ করা হোক না কেন পরিচালনা কার্যক্রম থেকে নিট নগদ প্রবাহের পরিমাণ একই হবে।

১. পরোক্ষ পদ্ধতিঃ এ পদ্ধতিতে নিট আয় অর্থাৎ কর পরবর্তী আয় নিয়ে শুরু করা হয় এবং নিট আয়কে সমন্বয় করে পরিচালন কার্যক্রম কর্তৃক প্রদত্ত নিট নগদ প্রবাহ নির্ণয় করা হয় । নিট আয়ের সাথে অনগদ আয়সমূহ বাদ দেয় হয় এবং অনগদ ব্যয়সমুহ যোগ করা হয়।

পরিচালন নগদ প্রবাহ (পরোক্ষ পদ্ধতি)

বিবরণ	পরিমাণ (টাকা)
নিট আয়	***
যোগঃ	
অবচয়	***
বিবিধ দেনাদার হ্রাস	***
মজুদ পণ্য হ্রাস	***
অগ্রিম খরচ হ্রাস	***
বকেয়া খরচ বৃদ্ধি	***
স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়জনিত ক্ষতি	***
বাদঃ	
বিবিধ দেনাদার বৃদ্ধি	***
মজুদপণ্য বৃদ্ধি	***

অগ্রিম খরচ বৃদ্ধি	***
বকেয়া খরচ হ্রাস	***
স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রিয়জনিত লাভ	***
পরিচালন নগদ প্রবাহ	***

২. প্রত্যক্ষ পদ্ধতি: নগদ প্রাপ্তি ও নগদ পরিশোধের পার্থক্যকে পরিচালন কার্যক্রম কর্তৃক প্রদত্ত নিট নগদ প্রবাহ বলে। এখানে শুধুমাত্র নগদ প্রাপ্তি এবং প্রদান দেখানো হয় ।

পরিচালন নিট নগদ প্রবাহ (প্রত্যক্ষ পদ্ধতি)

বিবরণ	পরিমাণ (টাকা)	পরিমাণ (টাকা)
নগদ প্রাপ্তি		
ক্রেতার কাছ থেকে প্রাপ্তি	***	
সুদ প্রাপ্তি	***	
লভ্যাংশ প্রাপ্তি	***	
মোট নগদ প্রাপ্তি		***
বাদ:		
নগদ প্রদান	***	
কাঁচামাল ক্রয় বাবদ নগদ প্রদান	***	
পরিচালন ব্যয় প্রদান	***	
আয়কর পরিশোধ	***	
সুদ পরিশোধ	***	
মোট নগদ প্রদান		***
পরিচালন লেনদেন হতে প্রাপ্ত নিট নগদ প্রবাহ		***

শিক্ষার্থীর কাজ	আর্থিক অবস্থার বিবরণী, আয় বিবরণীয়, সংরক্ষিত আয় বিবরণী, নগদ প্রবাহ বিবরণী এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে নগদ প্রবাহ তৈরি করে তুমি তোমার শিখন কার্যটি ঝালাই করে নাও।

সারসংক্ষেপ

আর্থিক বিশ্লেষণ বলতে বিভিন্ন ধরনের বিবরণী যেমন- আয় বিবরণী, আর্থিক বিবরণী, নগদ প্রবাহ বিবরণী, লাভ-ক্ষতি হিসাব ও উদ্ধর্ত্তপত্র ইত্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন খাতের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে কোম্পানির সার্বিক আর্থিক অবস্থা চিহ্নিত করাকে বুঝায়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের হিসাবকালের শেষ দিনে ব্যবসায়ের সকল সম্পদ, দায় ও মুলধন নিয়ে যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে আর্থিক অবস্থার বিবরণী বলে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট হিসাবকালে মুনাফা বা ক্ষতি যে বিবরণীর সাহায্যে জানা যায় তাকে আয় বিবরণী বলে। সাধারনত সংরক্ষিত আয় বিবরণীতে বিগত বছরের আয়ের সাথে চলতি হিসাবকালের নিট আয় যোগ করে তা হতে লভ্যাংশ, প্রস্তাবিত লভ্যাংশ, বিভিন্ন ফান্ড সৃষ্টি বাদ দিয়ে দেখাতে হয়। নগদ অর্থের আগমন এবং নির্গমন সংক্রান্ত তথ্যের বিবরনী হলো নগদ প্রবাহ বিবরণী। নগদ প্রবাহ বলতে সাধারনত নগদ অর্থের গ্রহণ এবং প্রদানকে বুঝায়। যেমন- (ক) পরিচালনা কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ, (খ) বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ ও (গ) অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ। নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে, যেমন- (ক) যে পদ্ধতিতে নিট আয় অর্থাৎ কর পরবর্তী আয় নিয়ে শুরু করা হয় এবং নিট আয়কে সমন্বয় করে পরিচালন কার্যক্রম কর্তৃক প্রদত্ত নিট নগদ প্রবাহ নির্ণয় করা হয় পরোক্ষ পদ্ধতি বলে এবং (খ) প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে নগদ প্রাপ্তি ও নগদ পরিশোধ সমূহের পার্থক্যকে পরিচালন কার্যক্রম কর্তৃক প্রদত্ত নিট নগদ প্রবাহ বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশ টিক (√) চিহ্ন দাওঃ

১। কোন কোম্পানির একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরিচালন, বিনিয়োগ ও অর্থায়ন কার্যাবলী হতে নগদ প্রবাহ সম্পর্কে জানা যায় তাকে কী বলে?

ক. নগদ প্রবাহ বিবরণী
খ. আয় বিবরণী
গ. সংরক্ষিত আয় বিবরণী
ঘ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী

২। মুনাফা বা লোকসান নির্ণয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট লেনদেন ও ঘটনাকে কোন ধরণের কার্যক্রম বলা হয়?

ক. বিনিয়োগখ. পরিচালন
গ. অর্থায়ন ঘ. অনগদ

৩। দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তির ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলীকে কী বলে?

ক. পরিচালনখ. অর্থায়ন
গ. বিনিয়োগ
ঘ. অনগদ

৪। শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে স্থায়ী সম্পদ ক্রয় নিচের কোনটির অন্তর্ভুক্ত?

ক. অর্থায়ন
খ. বিনিয়োগ
গ. অনগদ
ঘ. পরিচালন

৫। নিট পরিচালন কর পরবর্তী মুনাফা নির্নয়ের সুত্র কোনটি?

ক. কর পরবর্তী মুনাফা+অবচয়
খ.কর পুর্ব মুনাফা × (১ - কর হার)
গ. সুদ ও কর পুর্ব মুনাফা × (১ - কর হার)
ঘ.কর পুর্ব মুনাফা+অবচয়

পাঠ-৪.২ ব্রেক–ইভেন বিশ্লেষণ (Break Even Analysis)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্রেক-ইভেন পদ্ধতি ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্রেক-ইভেন বিন্দু নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনা পারবেন।
- ব্রেক-ইভেন বিন্দুর বিভিন্ন ধাপসমূহ বলতে পারবেন।
- ব্রেক-ইভেন বিন্দুর সুবিধা ও অসুবিধা চিহ্নিত করতে পারবেন; এবং
- অর্থায়নের উপর এটির বিশ্লেষণের প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবে।

ব্রেক–ইভেন বিশ্লেষণ (Break-Even Analysis)

Lawrence J. Gitman এর মতে "Breakeven analysis inducates the level of operations necessary to cover all operating costs and the profitablity associated with various level of sales." অর্থাৎ বিভিন্ন পরিমাণ বিক্রয়ের সাথে জড়িত মুনাফা এবং সকল পরিচালনা ব্যয় মেটাতে কী পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয় করা প্রয়োজন তা ব্রেক ইভেন বিশ্লেষণ নির্দেশন করে। যে কৌশল বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের মোট পরিচালন ব্যয় ফেরত আসতে কী পরিমাণ পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করতে হবে তা জানায় যায় তাকে ব্রেইভেন বিশ্লেষণ বলে। এ কৌশল এর মাধ্যমে বিক্রিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয়, বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ এবং পণ্যদ্রব্য বিক্রয় থেকে অর্জিত মুনাফার মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়।

এর মাধ্যমে উৎপাদন ও বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা যায়। সুতরাং এটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে যেসব প্রশ্নের উত্তর জানা সম্ভব:

১. একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যদ্রব্য বিক্রয় হতে কী পরিমাণ মুনাফা অর্জন সম্ভব?
২. পরিচালনা ব্যয় ফেরত আসতে কী পরিমাণ পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করতে হবে?
৩. কি পরিমাণ বিক্রয় করলে আয় ও ব্যয় সমান হবে?
৪. মুনাফা অর্জন করতে হলে প্রযোজনীয় বিক্রয়ের পরিমাণ কত হবে?
৫. বিক্রয়ের পরিমাণ শতকরা কত ভাগ হ্রাস বা বৃদ্ধি পেলে ক্ষতি বা মুনাফা হবে?

ব্রেক ইভেন বিন্দু (Break Even Point)

সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে একজন আর্থিক ব্যবস্থাপককে অবশ্যই উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে নিতে হয়। ব্রেক ইভেন পদ্ধতি গাণিতিকভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে বিধায় অর্থায়ন শাস্ত্রে এর খুব জনপ্রিয়তা রয়েছে। যে বিন্দুতে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় ও মোট ব্যয় রেখা পরস্পরকে ছেদ করে ঐ বিন্দুকে ব্রেক ইভেন বিন্দু বলে। এটিতে হল এর জ্যামিতিক ব্যাখ্যা। প্রশ্ন হল এ থেকে কী জানা যায়? এর সার্বিক সংবাদটিই বা কী? এর মাধ্যমে কি পরিমাণ পণ্যদ্রব্য উৎপাদন এবং বিক্রয় করলে পরিচালন ব্যয় ফেরত আসবে তা পরিচালন ব্রেক ইভেন বিন্দু বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা যায়। আবার Gitman-এর কথায় আসা যাক।

Lawrence J. Gitman এর মতে, "The firms' operating breakeven point is that point at which its total operating costs equal total sales revnue." অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্রেক ইভেন বিন্দু হলো ঐ বিন্দু যেখানে মোট পরিচালন ব্যয় বিক্রয়লব্দ আয়ের সমান হয়। এবার আসুন আমরা ব্রেক ইভেন বিন্দু কীভাবে নির্ণয় করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই।

ব্রেক ইভেন বিন্দু নির্ণয়

ব্রেক ইভেন বিন্দু নির্ণয়ের প্রথম ধাপ হলো বিক্রীত দ্রব্যের ব্যয় এবং পরিচালন ব্যয়কে স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল পরিচালন ব্যয়ে বিভক্ত করা। নিচে ব্রেক ইভেন পদ্ধতির বিবরণ দেওয়া হল:

১. **সমীকরণ পদ্ধতি:** নিচের সমীকরণের সাহায্যে ব্রেক ইভেন বিন্দু নির্ণয়ে পদ্ধতি বর্ণনা করা হল:

ক. ব্রেক-ইভেন বিন্দুতে ব্রিকয়ের পরিমাণ (একক/ইউনিট) =

$$\frac{\text{স্থির ব্যয়}}{\text{প্রতি একক বিক্রয় মূল্য - প্রতি একক পরিবর্তনশীল ব্যয়}}$$

খ. ব্রেক-ইভেন বিন্দুকে টাকার অংকে নিম্নের সূত্রের সাাহয্যে নির্ণয় করা যায়:

$$\text{ব্রেক-ইভেন বিন্দু (টাকা)} = \frac{\text{স্থির ব্যয়}}{\text{বিক্রয়-পরিবর্তনশীল আয়÷বিক্রয়}}$$

$$\text{অথবা, কন্ট্রিবিউশন মার্জিন অনুপাত} = \frac{\text{একক প্রতি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন}}{\text{একক প্রতি বিক্রয় মূল্য}}$$

উদাহরণ ২: মিজান প্রকাশণী একটি বিশ্ববিদ্যালয় বই বিক্রেতা যার স্থির পরিচালন ব্যয় ১,০০,০০০ টাকা, প্রতিটি বইয়ের বিক্রয় মুল্য ৩৫০ টাকা এবং প্রতি একক পরিবর্তনশীল পরিচালনা ব্যয় ১৫০ টাকা। পরিচালন ব্রেক ইভেন বিন্দু নির্ণয় কর।

সমাধান:

$$\text{পরিচালন ব্রেক ইভেন বিন্দু (একক)} = \frac{\text{স্থির ব্যয়}}{\text{প্রতি একক বিক্রয়মূল্য - প্রতি একক পরিবর্তনশীল ব্যয়}}$$

$$= \frac{১,০০,০০০}{৩৫০ - ১৫০} = \frac{১,০০,০০০}{২০০} = ৫০০ \text{ টি বই}$$

সুতরাং যদি বিক্রয়ের পরিমাণ ৫০০ একক, তাহলে উক্ত প্রকাশনীর সুদ ও কর পূর্ব আয়ের পরিমাণ শূন্য হবে। আর যদি বিক্রয়ের পরিমাণ ৫০০ এককের বেশি হয় তাহলে সুদ ও কর পূর্ব আয় বেশি হবে এবং ৫০০ এককের কম হলে সুদ ও করপূর্ব আয় ঋণাত্মক বা ক্ষতি হবে। যখন বিক্রয়ের পরিমাণ ৫০০ একক হলে উক্ত প্রকাশনীর সুদ ও কর পূর্ব আয়ের পরিমাণ শুন্য হয়, তা নিম্নরূপ:

বিবরণ	টাকা
বিক্রয় লব্দ আয় (৫০০ একক × ৩৫০ টাকা)	১,৭৫,০০০
বাদ: পরিবর্তনশীল ব্যয় (৫০০ একক × ১৫০ টাকা)	৭৫,০০০

কন্ট্রিবিউশন মার্জিন	১,০০,০০০
বাদ:স্থির পরিচালন ব্যয়	১,০০,০০০
সুদ ও করপুর্ব মুনাফা (পরিচালন মুনাফা)	০ টাকা

ব্রেক-ইভেন বিন্দুকে নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে টাকার অংকে নির্ণয় করা যায়:

$$\text{ব্রেক-ইভেন বিন্দু (টাকায়)} = \frac{\text{স্থির ব্যয়}}{\text{কন্ট্রিবিউশন মার্জিন অনুপাত}}$$

$$= \frac{১,০০,০০০}{০.৫৭}$$

$$= ১,৭৫,০০০ \text{ টাকা}$$

এখন মিজান প্রকাশনী যদি ২০,০০০ টাকা মুনাফা করতে চায় তাহলে কতটি বই বিক্রয় করতে হবে তা নিম্নের সুত্রের সাহায্য নির্ণয় করা যায়:

$$\text{প্রয়োজনীয় বিক্রয় একক} = \frac{\text{স্থির ব্যয়+মুনাফা}}{\text{প্রতি একক বিক্রয় মূল্য-প্রতি একক পরিবর্তনশীল ব্যয়}}$$

$$= \frac{১,০০,০০০ + ২০,০০০}{৩৫০-১৫০}$$

$$= ৬০০০ \text{ টি বই}$$

মিজান প্রকাশণী যদি ২০,০০০ টাকা মুনাফা করতে চায় তাহলে ৬০০০ টি বই বিক্রয় করতে হবে।

২. রৈখিক পদ্ধতি: পরিচালন ব্রেক ইভেন বিন্দুকে যখন রেখা চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করা হয় তখন তাকে রৈখিক পদ্ধতি বলে। যে বিন্দুতে মোট ব্যয় রেখা এবং মোট বিক্রয়লবদ্ধ আয় রেখাকে পরস্পরকে ছেদকরে তাকে ব্রেক ইভেন বিন্দু বলে। কোম্পানির পরিচালন ব্রেক ইভেন বিন্দ্র হলো এমন একটি বিন্দু যেখানে মোট পরিচালন ব্যয় (স্থির পরিচালন ব্যয় + পরিবর্তনশীল পরিচালন ব্যয়) মোট বিক্রয়লব্দ আয়ের সমান হয়। পরিচালন ব্যয় মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের চেয়ে বেশি হয় এবং সুদ ও করপূর্ব আয় শুন্যের চেয়ে কম হয়। অর্থাৎ ক্ষতি হয়। আবার বিক্রয়ের পরিমাণ বেশি হলে বিক্রয়লবদ্ধ আয় মোট পরিচালন ব্যয়ের চেয়ে বেশি হয় এবং সুদ ও কর পূর্ব আয় শুন্যের চেয়ে বেশি হয়। অর্থাৎ লাভ হয়।

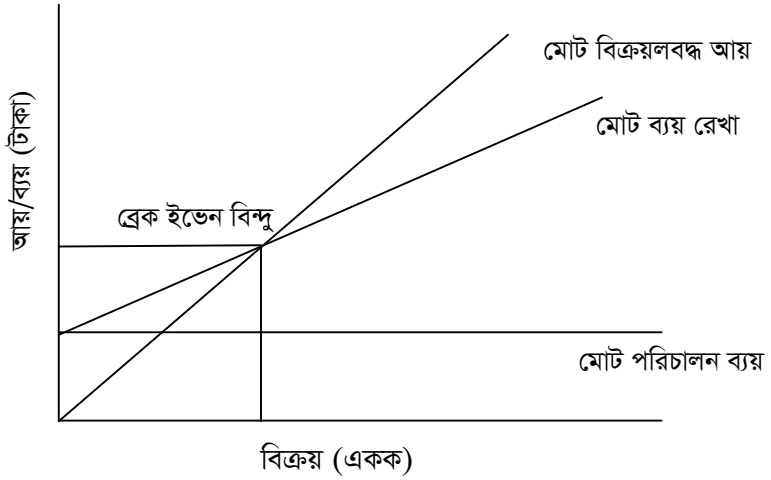

চিত্র: রৈখিক পরিচালন ব্রেক ইভেন বিন্দু বিশ্লেষণ

অবশেষে বলা যায় উপরিউক্ত পদ্ধতিতে অঙ্কিত ব্রেক-ইভেন বিন্দু, বিভিন্ন উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তনের কারণে মুনাফা বা ক্ষতি এবং স্থায়ী ব্যয়, মোট ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক প্রদর্শন করা হয়।

ব্রেক-ইভেন বিশ্লেষণের সুবিধা ও অসুবিধা সমূহ

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লাভ ও ক্ষতি, প্রয়োজনীয় বিক্রয়ের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয় জানার জন্য ব্রেক-ইভেন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। তবে এর বিশ্লেষণের বেশ কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো।

সুবিধা :

১. ব্রেক ইভেন বিশ্লেষনের মাধ্যমে সহজেই টার্গেট উৎপাদন এবং বিক্রয় নির্ধারণ করা যায়।
২. এর মাধ্যমে মোট পরিচালন ব্যয়, পরিবর্তনশীল ব্যয় এবং স্থায়ী ব্যয় নিরূপণ করা যায়।
৩. এর মাধ্যমে ব্যয় ও মুনাফার সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়।
৪. ব্রেক ইভেন বিশ্লেষনের মাধ্যমে দু'টো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তুলনা করা যায়।
৫. মুনাফা পরিকল্পনায় ব্যবহার করা যায়।
৬. এর মাধ্যমে উৎপাদনের বিভিন্ন মাত্রায় উৎপাদন ব্যয় নিরূপণ করা যায়।
৭. ব্রেক ইভেন বিশ্লেষণের সাহায্যে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

অসুবিধা :

ব্রেক-ইভেন বিশ্লেষণের সুবিধা থাকলেও এর কিছু অসুবিধাও রয়েছে। নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো:

১. ব্রেক-ইভেন বিশ্লেষণের অনুমিত শর্তানুযায়ী সব সময় বিক্রয় মূল্য একই থাকবে, কিন্তু বাস্তবে এটি সম্ভব নয়।
২. এটির ক্ষেত্রে মোট ব্যয়কে স্থায়ী ব্যয় এবং পরিবর্তনশীল ব্যয়ে ভাগ করা হয়। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট উৎপাদন মাত্রা পর্যন্ত স্থায়ী থাকে এবং উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে অনেক সময় একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয়েরও পরিবর্তন ঘটে।
৩. এটি বিশ্লেষণের সময় প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য এবং সমাপনি মজুদ পণ্যকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এতে সিদ্ধান্তগ্রহণ ভুল হতে পারে।
৪. এটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে শুধুমাত্র ব্যয়, বিক্রয় থেকে আয়ের পরিমাণ ও মুনাফার মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হয়, কিন্তু মোট মূলধনের পরিমাণ, বাজারের ধরণ এবং সরকারি নীতির প্রভাবকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

অর্থায়নের উপর আর্থিক বিশ্লেষণের প্রভাব

অর্থশাস্ত্রে বিভিন্ন বিশ্লেষণের কৌশল প্রয়োগ করে যথাযথ অর্থায়ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাই অর্থায়নের উপর আর্থিক বিশ্লেষণের প্রভাব অনেক বেশি। নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিচালন কার্যক্রম থেকে কি পরিমাণ নগদ অর্থের আগমন ও নির্গমন হয়েছে তা জানা যায়। সুতরাং এটি চলতি মূলধনের সাথে সম্পৃক্ত। পর্যপ্ত পরিমাণ নগদ আন্ত:প্রবাহ হলে তা দিয়ে চলতি মূলধনের প্রয়োজন পূরণের জন্য ব্যবহার করা যায়। কোন নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগ করার জন্য অর্থের উৎস কি হবে তা নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে জেনে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জনের জন্য উৎপাদনের মাত্রা ব্রেক-ইভেন বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা যায়। নিচে সংক্ষেপে অর্থায়নের উপর আর্থিক বিশ্লেষনের প্রভাব আলোচনা করা হলো।

শিক্ষার্থীর কাজ	ব্রেক-ইভেন বিন্দু নির্ণয় ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুমি তোমার শিখন কার্যটি ঝালাই করে নাও।

সারসংক্ষেপ :

যে কৌশল বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের মোট পরিচালন ব্যয় ফেরত আসতে কী পরিমাণ পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করতে হবে তা জানায় যায় তাকে ব্রেইভেন বিশ্লেষণ বলে। যে বিন্দুতে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় ও মোট ব্যয় রেখা পরস্পরকে ছেদ করে ঔ বিন্দুকে ব্রেক ইভেন বিন্দু বলে। প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জনের জন্য উৎপাদনের মাত্রা ও ব্যয় বিশ্লেষণ করা হয় ব্রেক-ইভেন বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং এটির কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১। একটি কোম্পানির উৎপাদন ব্যয়, বিক্রয়ের পরিমাণ ও মুনাফা বিশ্লেষণকে কী বলে?

ক. ব্রেক ইভেন বিশ্লেষণ খ. নগদপ্রবাহ বিশ্লেষণ
গ. উদ্ধৃত্তপত্র বিশ্লেষণ ঘ. অনুপাত বিশ্লেষণ

২। যে বিন্দুতে মোট আয় এবং মোট ব্যয়ের পরিমাণ সমান হয় তাকে কী বলে?

ক. নগদ প্রবাহ বিবরণী খ. পরিচালন ব্রেক ইভেন বিন্দু
গ. বিক্রয় বিন্দু ঘ. আয় বিবরণী

৩। ব্রেক-ইভেন বিন্দুতে নিচের কোনটি শুন্য হয়?

ক. মোট মুনাফা খ. কর পরবর্তী মুনাফা
গ. ফ্রি নগদ প্রবাহ ঘ. সুদ ও কর পূর্ব মুনাফা

৪। পরিচালন ব্রেক-ইভেন চিত্রে ব্রেক-ইভেন বিন্দুর উপরের অঞ্চল কী বলা হয়?

ক. ক্ষতি অঞ্চল খ. বিক্রয় অঞ্চল
গ. মুনাফা অঞ্চল ঘ. উৎপাদন অঞ্চল

৫। ব্যবসায়ে নগদ অর্থের আগমন ঘটলে তাকে কী বলে?

ক. বহি:প্রবাহ খ. আন্ত:প্রবাহ
গ. ব্যয় ঘ. ঘাটতি ব্যয়

৬। সমচ্ছেদ বিন্দু থেকে প্রকৃত বিক্রয়ের দুরত্বকে কী বলে?

ক. ব্যয় দূরত খ. পরিচালনা লিভারেজ
গ. নিরাপত্তা দূরত্ব ঘ. আর্থিক লিভারেজ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

উত্তর সংক্ষেপ

ক. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১. আর্থিক অবস্থার বিবরণী কী?
২. আয় বিবরণী কী?
৩. নগদ প্রবাহ বিবরণী কী?
৪. আর্থিক বিশ্লেষণ কী?
৫. তুলনামূলক আর্থিক বিবরণী কী?
৬. সমআকার আর্থিক বিবরণী কী?
৭. অনুপাত বিশ্লেষন কী?
৮. নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ কী?
৯. ব্রেক-ইভেন বিশ্লেষণ কী?
১০. নগদ প্রবাহ কী?
১১. পরিচালনা কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ কী?
১২. অর্থায়ন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ কী?
১৩. বিনিয়োগ কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ কী?

১৪. ব্রেক-ইভেন বিন্দু কী?
১৫. নিরাপত্তা প্রান্ত কী?

খ. অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১। ব্রেক-ইভেন বিশ্লেষণ কেন প্রয়োজন? ব্যখ্যা করুন।
২। এনিরাপত্তা প্রান্ত কেন নির্ণয় করা হয়? ব্যাখ্যা করুন।
৩। স্থির ব্যয় কীভাবে ব্রেক ইভেন বিন্দুকে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা করুন।
৪। পরিবর্তনশীর ব্যয় কিভাবে সমচ্ছেদ বিন্দুকে প্রভাবিত করে? ব্যাখা করুন।
৫। প্রতি একক বিক্রয় মুল্য ও ব্রেক-ইভেন বিন্দুর মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।
৬। নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতের পরোক্ষ পদ্ধতি কেন ব্যবহার করা হয়? ব্যাখ্যা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন (Creative Question)

১. ফরচুন লিমিটেড কোম্পানির ২০১৬ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে আর্থিক বিবরণীর তথ্য নিম্নরূপ:

বিবরণ	পরিমাণ (টাকায়)
পরিচালন কার্যালি হতে নগদ প্রবাহ	৬,০০,০০০
ফাইজার কোম্পানির শেয়ার ক্রয়	১,০০,০০০
জমি ক্রয়	৫,০০,০০০
আসবাবপত্র ক্রয়	১,৫০,০০০
পুরাতন মেশিন বিক্রয়	১,৩০,০০০
শেয়ার ইস্যু	২,০০,০০০
লভ্যাংশ প্রদান	১,২০,০০০

২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে কোম্পপানির নগদ জের ৬০,০০০ টাকা হ্রাস পেয়েছে। ফরচুন লিমিটেড কোম্পানির প্রতি একক পণ্যের বিক্রয়মূল্য ১২০ টাকা এবং পরিবর্তনশীল ব্যয় ৬০ টাকা। স্থির ব্যয় ১,৫০,০০০ টাকা।
ক. শেয়ার প্রতি নগদ প্রবাহ নির্ণয়ের সমীকরণটি লিখুন।
খ. নিরাপত্তা প্রান্ত কী? ব্যাখ্যা করুন।
গ. ফরচুন লিমিটেড কোম্পানি ৩০,০০০ টাকা মুনাফা করতে চাইলে কত একক পণ্য বিক্রয় করতে হবে?
ঘ. ২০১৬ সালে ফরচুন লিমিটেড কোম্পানির নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত পূর্বক নগদ জের হ্রাসের কারণ ব্যাখ্যা করুন।

২. সিকোটেক্সে গার্মেন্টস ও কোরেস গার্মেন্টস লিমিটেড দুটি পোষাক তৈরির প্রতিষ্ঠান। প্রতিদিন বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে নগদ অর্থের আগমন ও নিগর্মন ঘটে। ২০১৬ সালে উভয় কোম্পানির মুনাফা অর্জন ক্ষমতা বেশি। ২০১৬ সালে উভয় কোম্পানির আর্থিক বিবরণীর তথ্য হলো নিম্নরূপ:

বিবরণ	সিকোটেক্স গার্মেন্টস লিমিটেড	কোরেস গার্মেন্টস লিমিটেড
কর পরবর্তী নিট আয়	৮০,০০০	১,০০,০০০
প্রাপ্য হিসাব বৃদ্ধি	৯,০০০	১২,০০০
প্রদেয় হিসাব হ্রাস	৪০০০	৭০০০
মজুদ পণ্য হ্রাস	৩০০০	৪০০০
অবচয়	৫০০০	৫০০০
আসবাবপত্র ক্রয়	২০,০০০	২৫,০০০
সুদ পরিশোধ	১০,০০০	১৫,০০০
কর হার	৪০%	৪০%

কোরেস গার্মেন্টস লিমিটেড এর পরিচালন কার্যাবলি হতে প্রাপ্ত নিট নগদ প্রবাহ ৯০,০০০ টাকা। ২০১৭ সালের জানুয়ারী সিকোটেক্স গার্মেন্টস লিমিটেড ও কোরেস গার্মেন্টস লিমিটেড এর ব্যবস্থাপকগণ প্রত্যেকে ২৫,০০০ টাকা লভ্যাংশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

ক. কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কী?

খ. স্থায়ী ব্যয় বৃদ্ধির ফলে ব্রেক-ইভেন বিন্দুর উপর কী প্রবাব পড়বে? ব্যাখ্যা করুন।

গ. সিকোটেক্স গার্মেন্টস লিমিটেড এর পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ নির্ণয় করুন।

ঘ. নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে উভয় কোম্পানির ব্যবস্থাপকের গৃহিত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মতামত দিন।

৩. রিচম্যান লিমিটেড পাঞ্জাবী বিক্রয় করে। প্রতিটি পাঞ্জাবীর বিক্রয় মুল্য ৪০০০ টাকা এবং কাঁচামাল ও মজুরি বাবদ ব্যয় ২৫০০ টাকা। মেশিন ক্রয় বাবদ ব্যয় ২,০০,০০০ টাকা। ইয়েলো লিমিটেড আরেকটি নামকরা প্রতিষ্ঠান যারা পাঞ্জাবী বিক্রয় করে। এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি পাঞ্জাবীর বিক্রয় মূল্য ৫০০০ টাকা এবং কাঁচামাল ও মজুরি বাবদ বয় ৩,০০০ টাকা। মেশিন ক্রয় বাবদ ব্যয় ৩,০০,০০০ টাকা।

ক. সমআকার আয় বিবরণী কি?

খ. প্রাপ্য হিসাব বৃদ্ধির ফলে পরিচালন কার্যাবলি হতে নগদ প্রবাহের উপর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করুন।

গ. রিচম্যান লিমিটেড যদি ৪০০ টি পাঞ্জাবী বিক্রয় করে তাহলে পরিচালন মুনাফা কত হবে?

ঘ. দু'টি কোম্পানির মধ্যে কোন কোম্পানি স্বল্প পরিমাণ বিক্রয়ে মোট পরিচালন ব্যয় ফেরত পাবে? যুক্তিসহ উত্তর দিন।

৪. ২০১৬ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে ডিবিএইচ কোম্পানি লিমিটেড ও ন্যাশনাল হাউজিং কোম্পানি লিমিটেড এর আর্থিক বিবরণীর তথ্য সমূহ নিম্নরূপ:

বিবরণ	ডিবিএইচ কোম্পানি (টাকা)	ন্যাশনাল হাউজিং কোম্পানি (টাকা)
পরিচালন কার্যাবলি হতে নগদ প্রবাহ	৬,০০,০০০	৪,০০,০০০
বিক্রয়	২৫,০০,০০০	২০,০০,০০০
গড় মোট সম্পদ	৩০,০০,০০০	২৫,০০,০০০
গড় শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি	২০,০০,০০০	১৮,০০,০০০
পরিচালন আয়	৫,০০,০০০	৩,৫০,০০০
অগ্রাধিকার মেয়ারের লভ্যাংশ	৩০,০০০	২০,০০০
সাদারণ শেয়ারের সংখ্যা	১,০০,০০০	১,০০,০০০

২০১৬ সালে শেয়ার প্রতি নগদ প্রবাহ এবং ইক্যুইটির উপর নগদ আয়ের হারের শিল্পের গড় মান ছিল যথাক্রমে ৫ টাকা ও ২৫%। জনাব হাসান বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শেয়ার প্রতি নগদ প্রবাহ এবং ইক্যুইটির উপর নগদ আয়ের হার সর্বোচ্চ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে চান।

ক. আর্থিক অবস্থার বিবরণী কী?

খ. পরিবর্তনশীর ব্যয় বৃদ্ধির ফলে ব্রেক-ইভেন বিক্রয়ের উপর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করুন।

গ. কোম্পানির সম্পত্তির উপর নগদ আয়ের হার নির্ণয় করুন।

ঘ. জনাব হাসানের কোন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করা উচিত? যুক্তিসহ উত্তর দিন।

৫. নিম্নে বিডি ফুড লিমিটেড এর আর্থিক তথ্য দেয়া হলো:

প্রতিটি পণ্যের বিক্রয় মূল্য:	১৫ টাকা
প্রতিটি পণ্যের পরিবর্তনশীল ব্যয়:	৫ টাকা
মোট স্থির ব্যয়:	২৫,০০০ টাকা
মোট বার্ষিক বিক্রয়:	৫০০০ একক

ক. আর্থিক বিশ্লেষণ কী?
খ. অবচয়কে কোন ধরনের খরচ বলা হয়? ব্যাখ্যা করুন।
গ. প্রতিষ্ঠানটির ব্রেক-ইভেন বিন্দু (টাকায়) নির্ণয় করুন।
ঘ. প্রতিষ্ঠানটির নিরাপত্তা প্রান্ত চিত্রে প্রদর্শনপূর্বক বিশ্লেষণ করুন।

৬. নিম্নে আকিজ ব্রেভারেজ কোম্পানি লিমিটেডের কিছু তথ্য দেয়া হলো:

বার্ষিক মোট বিক্রয়	: ৫০,০০০ একক
গোডাউন ভাড়া (বাৎসরিক)	: ৫০,০০০ টাকা
কারখানা বিল্ডিং ভাড়া (বাৎসরিক)	: ৯০,০০০ টাকা
অফিস ভাড়া (মাসিক)	: ৭০০০ টাকা
প্রতি এককের বিক্রয় মূল্য	: ৫০ টাকা
প্রতি এককের পরিবর্তণশীল ব্যয়	: ২৫ টাকা

ক. ব্রেক-ইভেন বিন্দু বলতে কী বুঝায়?
খ. ব্রেক-ইভেন বিন্দু একক ও টাকায় কেন নির্ণয় করা হয়? ব্যাখ্যা করুন।
গ. আকিজ ব্রেভারেজ কোম্পানি লিমিটেডে ৫০,০০০ টাকা মুনাফা করতে চাইলে কত একক বিক্রয় করতে হবে?
ঘ. যদি এককের বিক্রয় মূল্য ১০% বৃদ্ধি করা হয় তাহলে ব্রেক-ইভেন বিন্দুর উপর কী প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করুন।

৭. শাহজাদ কোম্পানি লিমিটেড কলম উৎপাদন ও বিক্রয় করে। প্রতিটি কলম উৎপাদনের কাঁচামাল ও মজুরি বাবদ ব্যয় যথাক্রমে ৩ টাকা ও ২ টাকা। কলম উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতি এবং কারখানার ভাড়া বাবদ ব্যয় যথাক্রমে ১২,০০০ ও ৩,০০০ টাকা। প্রতিটি কলমের বিক্রয়মূল্য ১০ টাকা। অন্যদিকে জিকিউ লিমিটেড এর প্রতিটি কলমের দত্তাংশ ১.৫ টাকা। কলম উৎপাদনের মেশিন ক্রয় এবং কারখানার ভাড়া বাবদ ব্যয় যথাক্রমে ১৩,০০০ টাকা ও ৪,০০০ টাকা।

ক. অর্থায়ন কার্যাবলি হতে নগদ প্রবাহ কী?
খ. নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ কেন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা করুন।
গ. শাহজাদ কোম্পানি লিমিটেড ২,০০০ টি কলম বিক্রয় করলে পরিচালন মুনাফা কত হবে?
ঘ. কোন কোম্পানি তুলনামুলকভাবে কম পরিমাণ কলম বিক্রয় করে মোট ব্যয় ফেরত পেতে সক্ষম হবে? যুক্তিসহ মতামত দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১ :	১. ক	২. খ	৩. গ	৪. ক	৫. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২ :	১. ক	২. খ	৩. ঘ	৪. গ	৫. খ
	৬. গ				